بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

খায়বার এবং গযওয়ায়ে যাতুর রিকা'র যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.) এর জীবনচরিত

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১১ এপ্রিল, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআ'র সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

খায়বার যুদ্ধাভিযান পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণনা করা হচ্ছিল। এর মাঝে একটি হলো, **তায়মাবাসীর সাথে সন্ধিচুক্তি**। তায়মা মদীনা থেকে সিরিয়ার পথে একটি বিখ্যাত শহর। তায়মার ইহুদীরা নিজেরাই সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব দেয় আর মহানবী (সা.) তা মেনে নেন এবং তাদেরকে সহায়-সম্পদসহ নিজেদের এলাকাতেই বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন। সেখান থেকে ফেরার পথে একদিন দেরিতে ফজর নামায পড়ার একটি ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, মহানবী (সা.) সারা রাত সফর করার পর রাতের শেষ প্রহরে মদীনার কাছাকাছি স্থানে পৌঁছে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে শিবির স্থাপন করেন এবং হযরত বেলাল (রা.)-কে দায়িত্ব দিয়ে বলেন, আজ রাতে তুমি আমাদের নামাযের সময় জাগিয়ে তুলবে। হযরত বেলাল (রা.) জেগে থাকার জন্য নফল নামায পড়তে থাকলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবারা (রা.) ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন ফজরের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন হযরত বেলাল (রা.) নিজের বাহনের পাশে ঠেস দিয়ে বসার কারণে তিনিও ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ফলে না মহানবী (সা.) ও সাহাবাদের কারো চোখ খুলল, না হযরত বেলাল (রা.)-এর চোখ খুলল- এমনকি সূর্যের কিরণ যখন তাঁদের ওপর পড়ল, তখন মহানবী (সা.) প্রথমে জেগে উঠলেন। মহানবী (সা.) চিন্তিত হলেন এবং হযরত বেলাল (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। কিছুটা অগ্রসর হয়ে মহানবী (সা.) ওযু করলেন এবং বাজামা'ত ফজর নামায আদায় করলেন। এ সময় তিনি (সা.) বলেন, যদি কেউ সময়মতো নামায পড়তে ভুলে যায় তাহলে যখন স্মরণ হবে তখনই যেন তা পড়ে নেয়। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে তোমরা নামায আদায় করো**।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, সাহাবিরা মদীনায় ফেরত আসার সময় উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকেন। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা তোমদের আওয়াজ নিচু করো, কেননা তোমরা কোনো বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। মুসলমানদের এ অভিযান সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে শুরু হয়ে খোদা তা'লার ঐশী সমর্থন ও সফলতা লাভের পর সফর মাসের শেষে কিংবা রবিউল আউয়াল মাসের

সূচনাতে এসে পরিসমাপ্তি ঘটে।

খায়বার বিজয়ে মুসলমানদের অনুকূলে বেশ কিছু ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়েলিছ। যার একটি প্রধান প্রভাব ছিল, ইতঃপূর্বে আরবের আশেপাশের অনেক গোত্র যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার বাসনা রাখত তারা এর ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। অনেক উপজাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুসলমানদের সাথে মিত্রতা বা সন্ধিচুক্তির হাত বাড়িয়ে দেয়, আবার কেউ কেউ আনুগত্য স্বীকার করা নিরাপদ মনে করে। খায়বার বিজয়ের আর একটি বড় প্রভাব ছিল আরব উপদ্বীপে ইহুদীদের ক্ষমতার অবসান। তৃতীয়ত, এই বিজয় মদীনার মুসলমানদের জীবনযাপনে স্বচ্ছলতা-স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করে। হযরত আয়েশা (রা.) সহ অনেক সাহাবি বর্ণনা করেন যে, খায়বার বিজয়ের পর আমাদের পর্যাপ্ত খাবারের সৌভাগ্য হয়েছিল।

এরপর **গযওয়ায়ে যাতুর রিকা** সংঘটিত হয়। এই নামকরণের কারণ হল, সেই এলাকার একটি গাছ বা পাহাড়ের নামে এই যুদ্ধাভিযানের নামকরণ করা হয়েছিল। আরেকটি কারণ বর্ণিত হয়েছে, সাহাবিদের বাহন অনেক কম ছিল। সফরে উত্তপ্ত পথে চলতে গিয়ে তাদের পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, তাই তারা ক্ষতস্থানে পুরোনো কাপড় পেঁচিয়ে রেখেছিল। যেহেতু ব্যাণ্ডেজ বা পট্টিকে **রিকা** বলা হয় তাই এ যুদ্ধের নাম **যাতুর রিকা** রাখা হয়েছে।

এই গযওয়ার (যুদ্ধের) তারিখ নিয়ে ইতিহাসে মতভেদ রয়েছে। ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থগুলোতে এর তারিখ ৪ বা ৫ হিজরি বলা হয়েছে, কিন্তু ইমাম বুখারী একটি শক্তিশালী প্রমাণের ভিত্তিতে একে খাইবার যুদ্ধের পর ৭ হিজরির ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.)-ও তাঁর নোটে এটিকে খাইবার যুদ্ধের পর ৭ হিজরিতে স্থান দিয়েছেন। এই গযওয়ার কারণ ছিল-নজদ অঞ্চলের কিছু ডাকাত ও দস্যু পথচারীদের হয়রানি করত এবং তাদের দমন করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। আরেকটি কারণ এই যুদ্ধের জন্য বলা হয়, এক ব্যবসায়ী মদীনায় এলে মদীনার লোকেরা জানতে পারে যে সাআলাবা এবং অন্যান্য গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যখন এই সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছায়, তখন তিনি তাদের প্রতিহত করার জন্য এই অভিযানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মহানবী (সা.) মদীনা থেকে ৪০০, ৭০০ অথবা ৮০০ সাহাবির সাথে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রওনা হন।

এই গযওয়ায় **'সালাতুল খওফ'** আদায় করার কথাও উল্লেখ আছে। হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) নাখলা থেকে যাত্রা করে **যাতুর রিকা** স্থানে গেলেন এবং সেখানে গাতফান গোত্রের সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হলেন, তবে যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি-তবে দুপক্ষ মুখোমুখি অবস্থায় ছিল এবং হামলার আশঙ্কা ছিল। এই সময়, যখন নামাযের সময় হলো, তখন মহানবী (সা.) **সালাতুল খওফ** আদায় করেন। এই নামায এমনভাবে আদায় করা হয় যেখানে সাহাবাদের অর্ধেক অংশ প্রথমে নামাযে অংশগ্রহণ করে এবং তারপর পেছনে সরে যায়; এরপর বাকি অর্ধেক এসে মহানবী (সা.)-এর সাথে নামাযে অংশগ্রহণ করে। এই প্রকার নামাযের উল্লেখ সূরা নিসা-তে রয়েছে, যেখানে 'সালাতুল খওফ' নামায আদায়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বুখারির ব্যাখ্যাকারক আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন যে, 'সালাতুল খওফ' সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যে প্রথম কবে এর আদেশ নাযিল হয়েছিল। অধিকাংশ আলেমের মতে, গযওয়ায়ে **যাতুর রিকা** এ প্রথমবার এই নামায পড়া হয়, কিন্তু এ বিষয়ে কখন নির্দেশনা অবতীর্ণ হয়েছে তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন ৪ হিজরি, কেউ ৫, কেউ ৬, আবার কেউ বলেছেন ৭ হিজরি। প্রায় পনেরো দিন ধরে চলা এই অভিযানের শেষে মহানবী (সা.) মদীনার উদ্দেশ্যে ফিরে যান।

এই গযওয়াকে **মু'জিযার গযওয়া** (অলৌকিকতার যুদ্ধ) হিসাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। এই যুদ্ধাভিযানের সময়ই এক শত্রু মহানবী (সা.) এর উপর অতর্কিতে তরবারি নিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল।

এই যুদ্ধের সময় একটি পাখির ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘটনাটি ছিল এমন যে, সাহাবাদের (রা.) মধ্যে একজন মহানবী (সা.)-এর কাছে একটি পাখির ছানা ধরে নিয়ে এলেন। মহানবী (সা.) তখন সেই ছানার দিকে তাকাচ্ছিলেন, এমন সময় সেই পাখির মা বা বাবা সাহাবির সামনে এসে এমনভাবে পড়ল যেন সে নিজেকে

সাহাবির সামনে উৎসর্গ করে দিয়েছে। লোকেরা এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। তখন মহানবী (সা.) বললেন: "তোমরা এই পাখির আচরণে আশ্চর্য হচ্ছো? তোমরা এর বাচ্চাটিকে ধরে নিয়েছো, আর সে তার ছানাকে মুক্ত করার জন্য নিজেকে তোমাদের সামনে সমর্পণ করেছে। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের প্রতিপালক এই পাখির তার বাচ্চার প্রতি দয়ার চেয়েও বেশি দয়ালু তোমাদের প্রতি।"

একইভাবে, এই অভিযানের সময় একটি ভূতগ্রস্ত শিশুর আরোগ্য লাভের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি হল, এক গ্রাম্য মহিলা তার সন্তানকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! শয়তান আমার সন্তানের ওপর ভর করেছে অর্থাৎ, সেই ছেলেটি পাগলামি করছিল। মহানবী (সা.) তার মুখে নিজের মুখের লালা দেন এবং তিনবার বলেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! তার কাছ থেকে দূর হ! আমি আল্লাহ্‌র রসূল। এরপর তিনি (সা.) সেই মহিলাকে বলেন, তাকে নিয়ে যাও, পরবর্তীতে আর কখনো তার এ সমস্যা হবে না।

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, এই গযওয়ার সময় **আলবাহ ইবনে যায়েদ হারিসী** মহানবী (সা.)-এর কাছে তিনটি ডিম নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) বললেন, "হে জাবির! এই ডিমগুলো নিয়ে যাও এবং রান্না করো।" জাবির (রা.) বলেন, আমি সেই ডিমগুলো রান্না করলাম এবং রুটি খোঁজার চেষ্টা করলাম কিন্তু রুটি পেলাম না। তখন মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবারা রুটি ছাড়াই সেই ডিম খেতে শুরু করলেন, এমনকি সবাই পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হয়ে গেলেন, কিন্তু পাত্রে তখনো সেই ডিম আগের মতোই ছিল। এরপর আরও অনেক সাহাবি সেই পাত্র থেকে খেলেন, তারপর আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম।

একটি উটের বিষয়েও বর্ণনা পাওয়া যায়। যাতুর রিকা থেকে ফিরতি পথে একটি উট এসে মহানবী (সা.)-এর সামনে দাঁড়ায় এবং হাঁকডাক দিতে থাকে। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি জানো, উটটি কী বলেছে? সে বলছে, অনেক বছর ধরে সে তার মালিকের সেবা করছে, এখন মালিক তাকে যবাই করতে চায়। অতঃপর তিনি (সা.) মালিকের কাছ থেকে সেই উটটি ক্রয় করে সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেন।

এই গযওয়ার সময় হযরত জাবির (রা.)-এর উট হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি বর্ণনা করেন, এক অন্ধকার রাতে আমার উট হারিয়ে গেল। আমি তাকে খুঁজতে খুঁজতে মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে গেলাম। তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বললাম-আমার উট হারিয়ে গেছে। তখন মহানবী (সা.) বললেন: 'তোমার উট অমুক স্থানে আছে, যাও নিয়ে আসো।' জাবির (রা.) বলেন: আমি সেই স্থানে গেলাম কিন্তু উট পেলাম না। আমি ফিরে এসে জানালাম, তখন তিনি (সা.) আবারও সেই একই স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি আবারও গেলাম, কিন্তু উট পেলাম না। এরপর মহানবী (সা.) স্নেহভরে নিজে আমার সঙ্গে গেলেন, যতক্ষণ না আমরা উটের কাছে পৌঁছালাম। তখন তিনি (সা.) নিজ হাতে আমাকে উটটি ধরিয়ে দিলেন।

এই গযওয়ায় অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন-এই গযওয়ার সময় হযরত জাবির (রা.)-এর একটি উট খুব ধীরগতির হয়ে পড়েছিল। নবী করিম (সা.) কিছু পানি নিয়ে তাতে ফুঁ দিলেন এবং সেই পানি উটের পিঠ, মাথা ও পেছনে ছিটিয়ে দিলেন। এরপর তিনি (সা.) নিজের লাঠি দিয়ে উটটিকে কয়েকটি হালকা আঘাত করলেন, তখনই উটটি চঞ্চল হয়ে দ্রুত চলতে শুরু করল। এছাড়াও, এই গযওয়ার সময় এক পাত্রে পানির পরিমাণ বাড়ার এবং বরকতের এক অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর এই ধরনের অলৌকিক ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: এই পর্যায়ের 'লিকায়' (আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ ও নৈকট্য) অবস্থায়, কখনও কখনও মানুষের পক্ষ থেকে এমন কিছু কর্মকাণ্ড প্রকাশ পায়, যেগুলো মানবিক ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তার মধ্যে এক বিশেষ ঐশী শক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন-আমাদের প্রিয় নেতা, সবার শ্রেষ্ঠ রসূল, নবীদের মোহর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বদরের যুদ্ধের সময় মুষ্টিভরে কঙ্কর শত্রুদের দিকে ছুঁড়ে মারেন। এই মুষ্টি কোনো দোয়ার মাধ্যমে নিক্ষিপ্ত হয়নি, বরং তাঁর আত্মিক শক্তির দ্বারা ছোঁড়া হয়েছিল। কিন্তু সেই মুষ্টি ঐশী শক্তিকে প্রকাশ করেছিল। শত্রুদের সেনাবাহিনীর উপর এই অলৌকিক প্রভাব এমনভাবে পড়েছিল যে, তাদের প্রত্যেকের চোখে সেই কঙ্করের আঘাত লাগে এবং

তারা সবাই অন্ধের মতো হয়ে যায়। তাতে এমন আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় যে তারা মাতালের মতো ছুটে পালাতে শুরু করে। এই অলৌকিক ঘটনার দিকে আল্লাহ্ এই আয়াতে ইঙ্গিত করেন: **ওয়ামা রামাইতা ইয রামাইতা ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রামা** অর্থাৎ: 'তুমি যখন কংকর নিক্ষেপ করেছিলে, তখন প্রকৃতপক্ষে তুমি নিক্ষেপ কর নি, বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিল।' অর্থাৎ এই কাজের আড়ালে আল্লাহ্র শক্তিই কাজ করেছে, এটি মানবিক শক্তির কাজ ছিল না।

আর একটি বিশিষ্ট অলৌকিক ঘটনা, যা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তা হলো **শাককুল কামার** (চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া) এর মু'জিযা। এই অলৌকিক ঘটনা আল্লাহ্র বিশেষ শক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল- এতে কোনো দোয়ার অংশ ছিল না, কারণ এটি কেবল একটি আঙুলের ইশারায়, যা ঐশী শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের আরও বহু অলৌকিক ঘটনা রয়েছে, যেগুলো মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত আত্মিক ক্ষমতা দ্বারা প্রকাশ পেয়েছিল, যেগুলোর সঙ্গে কোনো দোয়া ছিল না। কখনও তিনি (সা.) সামান্য পানিকে-যেটি কেবল একটি পেয়ালায় ছিল-তাঁর আঙুলগুলো পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে এতটা বাড়িয়ে দিতেন যে সমগ্র সৈন্যদল, উট ও ঘোড়াগুলোও সেই পানি পান করত, তবুও পাত্রে সেই পানি পূর্বের মতোই থেকে যেত। কখনও তিনি (সা.) দুই-চারটি রুটির উপর হাত রেখে হাজার হাজার ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত মানুষদের তৃপ্ত করতেন। কখনও সামান্য দুধকে তাঁর কল্যাণময় ঠোটের স্পর্শ ও বরকতের মাধ্যমে একটি গোটা জামা'তের তৃপ্তির জন্য যথেষ্ট করে তুলতেন। কখনও একটি লবণাক্ত কূপে নিজের মুখের পবিত্র লালা দিয়ে পানিকে অত্যন্ত মিষ্টি পানযোগ্য করে তুলতেন। কখনও মারাত্মক আহতদের ওপর হাত রেখে তাদের আরোগ্য দান করতেন। এমনকি কখনও কারও চোখ, যা যুদ্ধে আঘাতে বের হয়ে গিয়েছিল, নিজের হাতের বরকত দ্বারা সুস্থ ও আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতেন। এই সবই এমন কর্মকাণ্ড ছিল যেগুলো মহানবী (সা.) নিজের ব্যক্তিগত আত্মিক ক্ষমতা দ্বারা করতেন, যার সঙ্গে আল্লাহ্র গোপন ঐশী শক্তি মিশ্রিত থাকত।

اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

11 April 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....P.O.....

Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat